সংবাদ

তারিখ ... 14 OCT 2015 ..
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ .....

কাল বিশ্ব শিক্ষক দিবস

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আগামীকাল বিশ্ব শিক্ষক দিবস। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষাকর্মী সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা দিবসটি পালন করবে। দিবসটি উপলক্ষে ৫ অক্টোবর সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক র‍্যালির আয়োজন করেছে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। পরে বেলা ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি মিলনায়তে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

১৯৯৫ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে শিক্ষকগণ 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উদযাপন করছে। ইউনেস্কোর অনুমোদনে প্রতিবছর পৃথক প্রতিপাদ্যে তা হয়ে আসছে। তবে সব দেশে এক দিনে বা একই সময়ে দিবসটি পালিত হয় না। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দিবসটি পালিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণনের জন্মদিনে।

শিক্ষকদের অধিকার ও করণীয় প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈঠক ও মতবিনিময়ের পর জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারসমূহের সম্মেলনে ১৪৫টি সুপারিশসহ 'শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ' গৃহীত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের আরেক সংগঠন আইএলও তা অনুমোদন করে। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মহাপরিচালক ফেডেরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে ৫ অক্টোবরের সুপারিশগুলো স্মরণীয় করে রাখতে ওই দিনে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৬৬ সালের সুপারিশমালা ছিল মূলত নার্সারি, কিন্ডার গার্টেন, প্রাথমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, চারুকলাসহ স্কুলে পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য। মাধ্যমিক (উচ্চ) পরবর্তী স্তরসমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখ সেখানে ছিল না। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর এক বিশেষ অধিবেশনে উচ্চতর স্তরে শিক্ষা দানকারী শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের উভয় সুপারিশমালা যুগ্মভাবে 'শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের শিক্ষক ওই সনদের স্মারক দিবস হিসেবে ৫ অক্টোবর প্রতিবছর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন করবেন।